প্রথম আলো

05 NOV 2008

উচ্চশিক্ষা ■ রাজীব মীর

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন আজ ৫ নভেম্বর। দীর্ঘ নয় বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবারের সমাবর্তন।

বর্তমানে ৩৫টি বিভাগ, চারটি ইনস্টিটিউট আর পাঁচটি গবেষণা কেন্দ্র নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ষাটের দশকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল—ঢাকা ও রাজশাহীতে। আরও বেশি সংখ্যায় যোগ্য শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে তৎকালীন জাতীয় শিক্ষা কমিশন পূর্ব পাকিস্তানে দ্বিতীয় আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন

১৯৬৪ সালের ২৯ আগস্ট চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের জঙ্গল পশ্চিমপটি মৌজার পাহাড়ি সবুজ উপত্যকায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১৯৬৫ সালের ৩ ডিসেম্বর অধ্যাপক এ আর মল্লিককে প্রজেক্ট ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৬৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারির দিনই অধ্যাপক মল্লিক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হন; দায়িত্ব বুঝে নেন ৯ অক্টোবর। বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, অর্থনীতি—এই চারটি বিভাগের প্রায় ২০০ শিক্ষার্থী নিয়ে ১৯৬৬ সালের নভেম্বরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদানের সূচনা হয়।

এবার নয় বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন। চবি পরিবারে তাই এটি এক বিশেষ উপলক্ষ। উপাচার্য অধ্যাপক এম বদিউল আলম বিশ্ববিদ্যালয়কে সংস্কৃতিবেষ্টিত আধুনিক শিক্ষানিকেতন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতশিল্পীদের জন্য ১০টি আসন বরাদ্দ রাখা হয়েছে। দীর্ঘদিনের বন্ধ্যা ক্যাম্পাসে সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্র কিছুটা হলেও বেড়েছে। এ বছরই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ক্যাম্পাসে প্রথম পয়লা বৈশাখ পালিত হয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে অনলাইনে ১২ হাজারেরও বেশি জার্নাল এবং অসংখ্য বই পর্যবেক্ষণের সুবিধা রয়েছে। গোটা বিশ্ববিদ্যালয় এখন তথ্য মহাসড়কে যুক্ত। জাদুঘরের চারটি আধুনিক গ্যালারি মূল্যবান সংগ্রহে ভরপুর। চালু হয়েছে আধুনিক তথ্য ইনস্টিটিউট, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বায়োটেকনোলজি বিভাগ। বর্তমানে এখানে প্রায় ১৭ হাজার শিক্ষার্থী আধুনিক প্রেডিং সিস্টেমের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে।

প্রথমে সাতজন শিক্ষককে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলেও সে সংখ্যা আজ ৬৮৭-তে উপনীত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম পূর্ণ 'প্রফেসর' নিযুক্ত হয়েছিলেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক সৈয়দ আলী আহসান। নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ড. জামাল নজরুল ইসলাম (আজকের সমাবর্তন বক্তা), প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ড. অনুপম সেন, বিখ্যাত শিল্পী রশিদ চৌধুরী, মূর্তজা বশীরও এখানকার। ড. আবদুল করিম, ড. হুমায়ুন আজাদ, ড. আনিসুজ্জামান, ত্রিয়া হায়দার, আলাউদ্দিন আল আজাদসহ অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ও শিক্ষাবিদ এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বজনপরিচিত স্লোগান 'অপরাজেয় বাংলা'র রূপতি সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে কর্মরত।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জন অনেক, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে কিছু 'বিসর্জন'ও রয়েছে। পৃষ্ঠপোষকতা ও ব্যবস্থাপনার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগটি বন্ধ হয়ে গেছে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের গাঙেও পানি নেই। চাকসুতে নির্বাচন হয় না বহু বছর। উদীচী, অঙ্গন, সুবাস, ঐকতান, আবৃত্তিবঙ্ক কাজ করছে ম্রিয়মাণভাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনটি খোলা হয় না বললেই চলে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন এই সাংস্কৃতিক বন্ধ্যত্ব? কারণটা ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিকও বটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিকের ছাত্র এবং ইতিহাস বিভাগের বর্তমান সভাপতি হায়াত হোসেনের মতে, '...দুপুরের পর থেকেই ক্যাম্পাস ঝিমিয়ে পড়ত। বিকেল ঘনিয়ে আসলেই খরগোশের বিশাল বাহিনী ছোটাছুটি শুরু করত। আরেকটু অন্ধকার হলে শুরু হতো শিয়ালের চিৎকার এবং তারপর হরিণের আনাগোনা। কখনো-সখনো বাঘের উপস্থিতিও টের পাওয়া যেত। রাতে নেমে আসত ভৌতিক নীরবতা।' এখন অবশ্য জঙ্গল কমেছে, সুবিধা বেড়েছে। পরিস্থিতি আগের মতো 'বন্য' নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যেই আমাদের স্বাধিকার আন্দোলন শুরু হয়। ফলে প্রাথমিক পর্যায়েই এর উন্নয়ন কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। একাত্তরের স্বাধীনতা লাভের পর ও সরকারগুলো বিকাশমুখী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সব সময় সুবিবেচনার পরিচয় দেয়নি। একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় করার পরিকল্পিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে প্রায় ১৭ হাজারের মধ্যে এখন মাত্র সাড়ে তিন হাজার শিক্ষার্থী নয়টি হল ও একটি হোস্টেলে আবাসন সুবিধা পেয়ে থাকে। তীব্র আবাসিক সংকটে ভুগছে শিক্ষার্থীরা।

১৯৭৩ সালে তৎকালীন উপাচার্য আবুল ফজলের সময়ে ভাড়া করা বাসের বদলে শিক্ষার্থীদের জন্য শাটল ট্রেন চালু করা হয় এবং শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাসে যাওয়া-আসা করার সুযোগ পান।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রীতিলতার নামে একটি হলের নামকরণ এবং এ বছর একটি আনুষ্ঠানিক পয়লা বৈশাখ হয়তো মনে আশা জাগায়। প্রতিষ্ঠার ৪২ বছর পরও ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য কোনো মিলনকেন্দ্র (টিএসসি) তৈরি হয়নি—না শহরে, না ক্যাম্পাসে। কবে সেখানে একটি ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র তৈরি হবে, শিক্ষার্থীদের আবাসিক ও যাতায়াত সমস্যা মিটবে? কবে নাটক হবে, হবে কথা—উত্তর কবিতায়!

তৎকালীন চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্র সংসদের সহসভাপতি আবুল কাসেম সন্দ্বীপের 'সৃষ্টি হোক ভার্সিটি' কবিতায়—'অসীম আকাশ-মাটি/অগণিত মানুষের মনে/সৃষ্টি হোক ইতিহাস কথা কয়ে যাক।/অসীম আকাশ-মাটি/অগণিত মানুষের মনে/সৃষ্টি হোক ভার্সিটি/কথা কয়ে যাক।'

তাই কথা হোক, জমুক বাহাস-বিতর্ক, গবেষণা আর পড়াশোনা চলুক অবিরত। ক্যাম্পাসের ঝুপড়ি আর জারুলতলায় মুখরিত হোক সজীব-সতেজ প্রাণের কোলাহলে!

রাজীব মীর: চেয়ার, যোগাযোগ সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়